COMPILED AND CIRCULATED BY: PROF. PRASENJIT SENAPOTI
GUEST TEACHER: DEPT. OF. POLITICAL SCIENCE
NARAJOLE RAJ COLLEGE

SEM- 4TH, GE- 4T, United Nations and Global Conflicts.

Q. রাষ্ট্র সংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি আলোচনা কর। Page - (1)

বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি সমূহ আলোচনা কর।

Discuss about the Purpose and Policy of the United Nations.

Ans:-

→ প্রকৃত বাস্তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি ব্যাপক ও সর্বতোমুখী। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সম্ভাব্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ডমেবারটন ওকস সম্মেলনে [1944] সালে [DUMBERTON OAKS CONFERENCE] বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সম্মেলনে অংশগ্রহনকারী সকলে অভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন। সংগ্রামের সংকট থেকে বিশ্বকে মুক্তি দেওয়াই এর একমাত্র লক্ষ্য নয়। জাতিসমূহের সামাজিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক, মানবিক প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার গঠনমূলক সমাধান করা এবং এই পথে পৃথিবীকে সমৃদ্ধশালী করাও হল জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য। আবার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশ্বে অশান্তির কারনগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে। পরবর্তীতে সানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে [Sanfransisco Conference, 1945] সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কিত আলোচনার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে সার্থক করে তুলতে হলে এর উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট উল্লেখ একান্তভাবে অপরিহার্য।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য:- সনদের [1] ধারাতেই জাতিসমূহের উদ্দেশ্যসমূহের উল্লেখ আছে। এই ধারায় চারটি উপধারায় চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়:- ① মুখ্য উদ্দেশ্য ও ② গৌন উদ্দেশ্য।

মুখ্য উদ্দেশ্য:- # সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মুখ্য উদ্দেশ্যের সনদে - 1 (1) ধারাতেই বলা হয়েছে →

Scanned with CamScanner

i) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা:- "আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং সেই উদ্দেশ্যে, সমষ্টিগতভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে শান্তির প্রতি হুমকি প্রতিহত ও অপসারিত করা এবং আগ্রাসী কাজকর্ম ও অন্যান্যভাবে শান্তিভঙ্গের ঘটনাকে দমন করা, এবং শান্তিপূর্ন পদ্ধতিতে ও ন্যায়বিচারের নীতিসমূহ ও আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিরোধ ~~ও কারন~~ বা শান্তিভঙ্গের কারন হতে পারে এ রকম পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য সাধন বা নিষ্পত্তি করাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য।" অর্থাৎ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে যে সমস্ত বাধা আছে তা দূর করার ব্যবস্থা করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করাই হল এর আসল উদ্দেশ্য।

গৌন উদ্দেশ্য:- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে কতকগুলি গৌন উদ্দেশ্য আছে তা হল—

ii) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্কের সৃষ্টি:-

সনদের 1(2) ধারায় বলা হয়েছে - "সকল জাতির সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারের নীতির প্রতি মর্যাদার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং বিশ্বশান্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।" এতে বলা হয়েছে জাতিসমূহের মধ্যে মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্য না থাকলে কখনই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না।

iii) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি:- সনদের 1[3] ধারায় বলা হয়েছে - "আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা মানবিক প্রকৃতির আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সমাধান এবং জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে কোন রকম বৈষম্য না করে সকলের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাবের উন্নতি সাধন ও উৎসাহ প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি।" - আবার সনদের 55 ও 56 ধারার সঙ্গে 1[3] ধারাটিকে একযোগে ব্যাখ্যা করলে সঙ্গত প্রতিপন্ন হয় যে, সদস্য -

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রসমূহ মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা যুক্ত।

iv) রাষ্ট্রসমূহের ~~মধ্যে~~ কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন:-

সনদের 1(4) ধারায় বলা হয়েছে - "এই সমস্ত সর্বজনীন উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে বিভিন্ন দেশের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করা।" - অর্থাৎ উপরিউক্ত উদ্যগুলিকে কার্যকর জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কেন্দ্রস্থল হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।

:- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতিসমূহ :-

→ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের কতকগুলি উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কতকগুলি নীতি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখিত নীতিগুলি মূলত 7 টি তা হল নিম্নরূপ:-

i) সার্বভৌম সমতার নীতি:- সনদের 2(1) ধারায় সার্বভৌম সাম্যনীতির কথা বলা হয়েছে। "জাতিসংঘের (League of Nations) কাছ থেকেই সনদ প্রনেতারা এই নীতিটি গ্রহন করেছেন। সার্বভৌম সাম্য-নীতির অর্থ হল - 1। সকল সদস্য-রাষ্ট্র আইনগত বিচারে সমান, 2। সদস্য-রাষ্ট্রমাত্রেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের যাবতীয় ভোগ করতে পারবে এবং 3। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনীতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শিত হবে।" অর্থাৎ সকল সদস্য-রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতি এবং সমমর্যাদার নীতিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশ্বাসী। আইনগত ভাবে সদস্য-রাষ্ট্রমাত্রেই তার আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক নীতি স্বাধীন ভাবে নিয়ন্ত্রন করতে পারে আবার জাতিপুঞ্জের অভ্যন্তরে প্রত্যেকে নিজের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে।

Scanned with CamScanner

ii) সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ভোগ ও দায়িত্ব পালন:-

সনদে 2[2] ধারায় সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের অধিকার ভোগ এবং দায়িত্ব পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে- "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হওয়ার সুবাদে রাষ্ট্রসমূহ কতকগুলি অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। এগুলির ভোগকে সুনিশ্চিত করার জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে সনদে উল্লিখিত দায়-দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে। এই সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করা সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে বাধ্যতামূলক। সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের সমষ্টিগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এটা অপরিহার্য।"

iii) শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা:-

সনদে 2[3] ধারায় বলা হয়েছে- "সদস্য-রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা এমনভাবে করবে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের নীতি ক্ষুণ্ণ না হয়।" শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়। বস্তুত: শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তিরও একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

iv) শক্তি প্রয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা:- সনদে 2(4) ধারায় বলা হয়েছে- "আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের নীতি সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হবে। সব রকম ভীতি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগ থেকে সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকে বিরত থাকতে হবে। সদস্য-রাষ্ট্রগুলি কোন রাষ্ট্রের রাজনীতিক স্বাধীনতা বা ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগ অথবা ভীতি প্রদর্শন করবে না।" - সনদের 51 ধারার আত্মরক্ষার ক্ষেত্র ব্যতিরেখে বাকি যে কোন ক্ষেত্র যে কোন ধরনের শক্তিপ্রয়োগ বা যুদ্ধকে অবৈধ প্রতিপন্ন করাই হল সনদের 2(4) ধারার উদ্দেশ্য।

iv) + বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা:-

sub point → সনদে 2(4) ধারায় আরও বলা হয়েছে যে-

" কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ বা তার প্রয়োগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সম্মিলিত জোটভুক্তির উদ্দেশ্যের বিরোধী অথবা কোন আচরণের দ্বারা কোন সদস্য রাষ্ট্র নিরোধকে এড়িয়ে যেতে না। আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই নীতিটি মান্য করে চলবে।" এই নীতিটি মেনে চলার ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্র সঙ্ঘের মতামত আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান তার উপরই অবিকারণ নির্ভর করছে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তাকে নিরাপদ করার ক্ষেত্রে সম্মিলিত জোটভুক্তির প্রয়োজন। সুতরাং এটি হল সনদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি।

VI) জোটভুক্তকে সাহায্য করা :— সনদের 2(5) ধারায় বলা হয়েছে — " সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে জোটভুক্তির কাছে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জোটভুক্ত কোন নিরোধমূলক বা আক্রমণমূলক কার্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তার সাথে সে সহযোগিতা করবে না। এই নীতির আলোকে সনদ রচয়িতা সর্তকতার সাথে দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করা থেকে সদস্য-রাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ একই সাথে সম্মিলিত জোটভুক্ত এবং জোটভুক্তির বিরোধী কোন রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে না পারা করা যাবে না।" আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের স্বার্থে এই নীতিটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়।

VII) অ-সদস্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি মান্য করার দায়িত্ব :— সনদের 2[6] ধারায় বলা হয়েছে — " সম্মিলিত জোটভুক্তির সদস্য নয় এমন সমস্ত রাষ্ট্রও বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের স্বার্থে প্রয়োজনমত এই সমস্ত নীতি-অনুসারে কাজ করে তার এই আন্তর্জাতিক সংগঠন সুনিশ্চিত করবে।" — অর্থাৎ বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে সদস্য নয় এমন সকল রাষ্ট্রও যাতে সনদের বিভিন্ন নির্দেশিকা মেনে চলে সে বিষয়ে জোটভুক্তিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

vii) আভ্যন্তরীন প্রক্রিয়ার নীতি :- প্রনন্দের 2 (7)

ধারায় বলা হয়েছে - " কোন রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করবে না। আবার আভ্যন্তরীন বিষয়ে কোন প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কোন প্রদস্য-রাষ্ট্রকে বাধ্য করা যাবে না। তবে কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ঘটনা প্রবাহ আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী হয়ে উঠলে বা আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে পরিনত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করতে পারবে।" - অর্থাৎ প্রনন্দের প্রথম অধ্যায়ে (Chapter-vii) শান্তি-বিঘ্ন, শান্তির প্রতি-ভীতি-প্রদর্শন বা আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপ রোধ করার জন্য যে বলপ্রয়োগ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে - সেক্ষেত্রে এই নীতি প্রযুক্ত হবে না।

মূল্যায়ন :- [Evaluation] :- উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায়, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তাকে নিরাপদ করার ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। কিন্তু; বিগত প্রায় পাঁচ দশকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিগুলি যথাযথভাবে বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। সকল সদস্য-রাষ্ট্রের সার্বিক, আন্তরিক ও একনিষ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটির ঘোষিত উদ্দেশ্য ও নীতি কখনই কার্যকর হতে পারে না। বিশেষতঃ নিরাপত্তা পরিষদের 'পঞ্চপ্রধানের' সার্বিক সহযোগিতা এক্ষেত্রে একান্তভাবে অপরিহার্য। বাস্তবে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিরোধের মনোভাব একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিগুলির সফল ও সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না। পরিশেষে বলতেই হয় প্রস্তাবে সংকীর্ণ ও বিকৃত জাতীয়তাবাদের জায়গায় যথার্থ আন্তর্জাতিকতাবাদের ব্যাপক বিস্তার না ঘটলে এবং বিশ্ববিবেক ব্যাপকভাবে জাগ্রত না হলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের সফল প্রয়োগ আশা করা যায় না। প্রনন্দে উদ্দেশ্য ও নীতিগুলির দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এরূপ ব্যাপকতা ও নমনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দেশ্য ও নীতিগুলির উৎকর্ষকে কখনই উপেক্ষা করা যায় না।

Scanned with CamScanner